PARTITION OF INDIA :
Memory, Trauma and Representation

Editors

DR DIPAK KUMAR DOLEY

DR ABUL FOYES MD MALIK

PARTITION OF INDIA :

Memory, Trauma and Representation

PUBLISHED BY : DR. DIPAK KUMAR DOLEY, DEPT. OF ENGLISH
DIBRUGARH UNIVERSITY, DIBRUGARH
DR. ABUL FOYES MD MALIK, DEPT. OF BENGALI
DIGBOI MAHILA MAHAVIDYALAYA, DIGBOI

FIRST PUBLISHED : 1ST AUGUST, 2020

EDITED BY : DR. DIPAK KUMAR DOLEY, DEPT. OF ENGLISH
DIBRUGARH UNIVERSITY, DIBRUGARH
DR. ABUL FOYES MD MALIK, DEPT. OF BENGALI
DIGBOI MAHILA MAHAVIDYALAYA, DIGBOI

COVER DESIGN : EDITORS

PRICE : 1,000/- (RUPEES ONE THOUSAND ONLY)

PRINTED BY : CHINTAMONI PRAKASHAN (130)
ZOO ROAD TINIALI, SHANTI PATH
HOUSE NO. 45, GUWAHATI

ISBN : 978-81-86385-23-6

No part of this book may be reproduced or transmitted in any from or by any means, electronic or mechanical, recording or by any information, storage and retrieval system without prior permission in writing from the publisher.

The views and reserch findings provided in publication are those of the author/s only and the editors are in no way responsible for its content.

Partition of India : Memory, Trauma and Representation

- The Formation of Enclaves in Indo-Bangladesh Border and Its Settlement : An Overview/ Parash Kumar Rajak/347
- Revisiting Women Victims During Partition : A Cinematic Representation in *Begum Jaan*, *Pinjar* and *Gadar Ek Prem Katha*/Reetu Gogoi/354
- Trauma of Partition and Women: An insight into the experience of Women during Partition portrayed in the *Ice Candy Man*/Sanjib Das/358
- Revisiting the Economic Consequences of India's Partition/Simismita Borah/362
- Women, the Main Victims of the Partition of 1947: A Critical Study/Faridul Islam/367
- Substantiation of Fiction with Non-Fiction to Authenticate the Consequences of Displacement During Partition 1947/Debapriya Sarkar/372
- Muslim Wife's Claim of Maintenance Law, Issues and Reformation from Partition to Shah Bano Begum Case/Rafiul Ahmed/378
- Violence against Women during the Partition of India/Malabika Hazarika/381
- ভাৰত বিভাজনত ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ ভূমিকা ঃ এক বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন/অমৃতা বৰা/৩৮৫
- বিভাজন কালৰ সাহিত্য ঃ মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে হোমেন বৰগোহাঞিৰ "ইস্মাইল শেখৰ সন্ধানত"/নমিতা কোঁৱৰ/৩৯০
- অৰূপা পটঙ্গীয়া কলিতাৰ *ঢোকোৰা বাহৰ সোণৰ বেজী* উপন্যাসখনত দেশ বিভাজনৰ প্ৰসংগ/উৎপল মেচ/৩৯৫
- বিভাজনকেন্দ্ৰিক পদক্ষেপ আৰু ভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া/অংকিতা কাশ্যপ/৪০০
- পদ্মকুমাৰী গোহাঁইৰ গল্পত অৱহেলিত, নিষ্পেষিত নাৰীৰ চিত্ৰণ (নিৰ্বাচিত তিনিটা গল্পৰ আধাৰত)/ডিপন কুমাৰ বৰা/৪০৩
- দেশ বিভাজন ঃ চুটিগল্পত ইয়াৰ প্ৰতিচ্ছায়া (তিনিটা ভাৰতীয় চুটিগল্পৰ আধাৰত)/ড° মীনাক্ষী দত্ত বৰ্মন/৪০৭
- ছিন্নমূলের বাঁচার লড়াই: দেশভাগ-পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু নারীদের অস্তিত্বের সংগ্রাম/ঊষসী চৌধুরী/৪১২
- প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকো' উপন্যাসে দেশভাগ ও রক্তক্ষয়ী জীবনসংগ্রাম – একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন/ভরত রায়/৪১৭
- বাংলা অনুবাদ গল্পে দেশভাগ প্রসঙ্গ/বাসব দাস/৪২৪
- দেশভাগের ফাঁদ ও উদ্বাস্তু বাঙালি ঃ নির্বাচিত ছোটগল্পের আলোকনে/স্বপন দাস/৪২৯
- অমর মিত্রের 'ধুলোগ্রাম' ঃ প্রবহমান সময় ও দেশভাগের দলিল/প্রণব কুমার দাস/৪৩৩
- बंधुआ मजदूरी/भारती आपुम/४३७
- भारत विभाजन के कारण विस्थापितों की सामाजिक आर्थिक स्थिति/डॉ. राजेश मौर्य, प्रो. जे. पी. मित्तल/४४१

বাংলা অনুবাদ গল্পে দেশভাগ প্রসঙ্গ

বাসব দাস
সহকারী অধ্যাপক, ময়নাগুড়ি কলেজ

দেশভাগ বা ভারত ভাগ ভারতীয় সাহিত্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল । সুসাহিত্যিক মাত্রই অনুভূতিপ্রবণ মানুষ হয়ে থাকেনি তাই দেশভাগের মতো রাজনৈতিক অভিসন্ধিকে মেনে নিতে পারেননি শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীগণ । তাদের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে কলমে । দেশভাগের অভিসন্ধি একদিনে বা একবছরে হয়নি । এর বীজ রোপিত হয়েছিল প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেই । ইংরেজরা বুঝেছিল ভারতীয়রা ধর্মপ্রাণ । তাই সুকৌশলে তারা ধর্মীয় ভাবাবেগে সুড়সুড়ি দেওয়ার চেষ্টা করেছিল । যার ফলশ্রুতি হলো 'বঙ্গভঙ্গ' । লর্ড কার্জন ছিল বঙ্গভঙ্গের মূল কারিগর । এ প্রসঙ্গে সমালোচক ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "বঙ্গভঙ্গের তিনিই (লর্ড কার্জন) ছিলেন মূল স্থপতি । এটিকে কার্যকর করার কয়েকদিন আগে ঢাকার নবাবের বাড়িতে মুসলমান নেতাদের তিনি বলেছিলেন ঃ 'আমি আপনাদের একটি মুসলিম প্রদেশ দিচ্ছি' । বলা বাহুল্য কার্জনের এই কথা ধর্মভিত্তিক দেশবিভাগের দিকে ইঙ্গিত করেছিল ।"[১] তবে বঙ্গভঙ্গ শেষ পর্যন্ত সফল না হলেও ধর্মের ভিত্তিতে এই বিভাজন টোপ কিছু মানুষকে লালায়িত করেছিল । এই বিভাজনের রাজনীতি থেকেই একদিন জন্ম নিয়েছিল হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগ । ইংরেজরা এই অপেক্ষাতেই ছিল । অন্যদিকে গান্ধীজি চেয়েছিলেন হিন্দু-মুসলিমের সম্প্রীতি । এই প্রচেষ্টাতেই তিনি খিলাফৎ আন্দোলন করেছিলেন । যদিও তা সফল হয়নি । পরবর্তী অসহযোগ আন্দোলনে(১৯২১) তিনি মুসলমান সমাজকে পাশে পাননি । অন্যদিকে হিন্দু ধর্মের জাতপাতের বিভাজনকে কাজে লাগিয়ে ইংরেজরা হিন্দুদের মধ্যে ফাটল তৈরির চেষ্টায় অগ্রসর হয়েছিল । অম্বেদকরের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল দলিতদের অবহেলার কথা । তবে গান্ধীজি প্রবল চেষ্টা চলিয়ে গিয়েছিলেন দেশকে স্বাধীনতা করার লড়াইয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে । শেষপর্যন্ত এসেছিল সেই চূড়ান্ত মুহূর্ত । বহু প্রতিক্ষিত দেশের স্বাধীনতা লড়াইয়ে জিতল ভারতীয়রা । কিন্তু দেশকে ভাঙতে হলো । ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাঙনের মাধ্যমে স্বাধীন হলো ভারত । তবে এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যত রক্তক্ষয় হয়েছিল, তার চেয়ে হয়তো অধিক রক্তক্ষয় হয়েছিল দেশভাগের সময়ে । সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, খুন, ধর্ষণে বিপর্যস্ত হয়েছিল সাধারণ মানুষ । ভিটে মাটি ছেড়ে বহু মানুষ বাধ্য হয়েছিল দেশান্তরী হতে - "ভারত বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে সংঘটিত হয় আরেক নৃশংস ও নারকীয় হত্যাযজ্ঞ - হিন্দু-মুসলমান ও শিখ-মুসলমান দাঙ্গা । ইতিহাসের বৃহত্তম দেশত্যাগও সংঘটিত হয় - প্রায় দুই কোটি মানুষ বাস্তুত্যাগ করে ।"[২] দেশভাগের ফলে ভারতবর্ষের দুটি প্রদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল — বাংলা আর পাঞ্জাব । দেশভাগের যন্ত্রণার কথা বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি প্রাদেশিক সাহিত্যেও উঠে এসেছে । তবে বাঙালি লেখকরা বাংলার দুর্দশার কথাই প্রধানত তুলে ধরেছেন । আর পাঞ্জাবি লেখকদের কলমে উঠে এসেছে পশ্চিম পাকিস্তান সংলগ্ন অঞ্চলের দুঃখের কথা । দেশভাগ ও তার প্রভাবের কথা আলোচনা করতে গিয়ে বাঙালি লেখকদের কাছে প্রায় উপেক্ষিত থেকেছে ভারতের পশ্চিম প্রান্ত । তাই আমরা প্রবন্ধে বাংলা অনুবাদ গল্পের সাহায্যে পশ্চিম পাকিস্তানের দুর্দশার প্রতি আলোকপাত করবো ।

দেশভাগ একটি হলেও তার সমস্যা ছিল বহুবিধ । দেশভাগের ফলে বাংলা ও পাঞ্জাব অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হলেও